EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির চার কোটি ডলারের অতিরিক্ত খাদ্য সাহায্য ঘোষণা

ঢাকা, ৪ঠা মে -- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি আজ ঢাকাস্থ আমেরিকান ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে নিম্মোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

(বক্তৃতা শুরু)

আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের জন্য চার কোটি ডলার মূল্যমানের অতিরিক্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান করবে। এই তহবিল দুই অংশে আসবে। স্কুল খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশের স্কুল শিশুদের জন্য তিন বছর মেয়াদে তিন কোটি ডলার প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত এক কোটি ডলার জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে আসবে।

আজকের এই তিন কোটি ডলার অনুদান বাংলাদেশের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নীতির প্রতি আমার সরকারের অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক স্কুলের শিশুরা প্রতিদিন ৭৫ গ্রাম করে পুষ্টিকর বিস্কুটের প্যাকেট পাবে এবং সারা বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে তিন লাখ স্কুলগামী শিশু এর দ্বারা উপকৃত হবে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাদের বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার হার কমিয়ে আনা। এছাড়া এর আরো কিছু উদ্দেশ্য হচ্ছে সাময়িক ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যমে পড়াশুনায় শিক্ষার্থীদের মনযোগ ও শেখার সক্ষমতা বাড়ানো। শিশুরা যাতে উৎসাহ নিয়ে স্কুলে অবস্থান করে সেজন্য আমরা এ ধরনের একটি উপায় উদ্ভাবন করেছি। আর এর মাধ্যমে বাংলাদেশ তার নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি করতে পারবে।

ঘূর্ণিঝড় সিডরে প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের ক্ষয়ক্ষতি এখনও যারা কাটিয়ে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে তারাই হবে নতুন এক কোটি ডলারের জরুরি খাদ্য সহায়তার প্রাথমিক উপকারভোগী। এই এক কোটি ডলার ব্যবহৃত হবে সরাসরি খাদ্য বিতরণ, 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' ও 'কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ' কর্মসূচির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার তৎপরতা, জরুরি স্কুল খাদ্য কর্মসূচি, এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা এবং শিশুদের জন্য খাদ্য কর্মসূচিতে।

আজ সকালে আমি প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনার সময় যেমনটি বলেছি যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ সরকার ও এর জনগণকে সহায়তা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই তহবিলের অংশবিশেষ সিডর আক্রান্ত লোকদের সাহাযার্থে ব্যবহৃত হবে। বাকি

সাহায্য বাংলাদেশের সব এলাকার প্রাথমিক স্কুল শিশুদের জন্য কাজে লাগানো হবে। বাংলাদেশের জনগণের জন্য আমার বার্তা পরিষ্কার: আমরা ঘূর্ণিঝড়ের আগেও এখানে ছিলাম; প্রাথমিক জরুরি ত্রাণের সময়ও আমরা এখানে ছিলাম; এবং বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করতে আমরা এখনও এখানে আছি।

স্বাধীনতার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে পাঁচশ' কোটি ডলারের বেশি উন্নয়ন সাহায্য প্রদান করেছে। এর মধ্যে দুই কোটি ৫০ লক্ষ ডলার খাদ্য সহায়তা হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে খাদ্য সহায়তার জন্য সর্বমোট সাত কোটি ডলার প্রদানের অঙ্গীকার করেছে; এর অতিরিক্ত চার কোটি ডলারের কথা আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম।

সিডরের পরপরই মানুষের কষ্ট লাঘবে যুক্তরাষ্ট্র দুই কোটি ডলার সাহায্য করেছে। আমরা চার কোটি ৮০ লক্ষ ডলারের চলমান খাদ্য সাহায্য কর্মসূচিতেও অর্থ যোগান দিচ্ছি যার লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন। এই কর্মসূচি চর, হাওর ও উপকূল এলাকার ৩,৫০০ দরিদ্র ও বিপন্ন গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও সিডর আক্রান্ত এলাকায় প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের খাবারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার গত সপ্তাহে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচিকে (ডব্লিউএফপি) ২০ লক্ষ ডলার দান করেছে।

অন্যান্য উপায়ে সহায়তা করার জন্যও আমরা অপেক্ষায় রয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকজনের দুর্ভোগ লাঘবে দ্রুত সাড়া দিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই গত সপ্তাহেও এক লক্ষ ডলার সহায়তা প্রদান করেছে। এই জরুরি অর্থায়ন ইঁদুরের ব্যাপক আক্রমণে ফসলের ব্যাপক ধ্বংসের কারণে বিপদাপন্ন পার্বত্য জেলাগুলোর ২৫ হাজার পরিবারের সহায়তায় আসবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বীজ পাবে যাতে করে তারা বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই নতুন শস্য বপন করতে পারে।

বাংলাদেশে আসার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে আমি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ৩ ডি, তথা - গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছি। এই সহায়তা এই তিনটি লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ ব্যাপক সম্ভাবনাময় একটি দেশ। আর সর্বশেষ এই সহায়তা একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সহায়তা করতে আমাদের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন, যা এমনকি বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

=====================

 # বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/ ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*